গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

বিজ্ঞপ্তি

নম্বর : ২৫০

তারিখ : ০৫/০৫/২০১৯

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে **স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে** দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের **নিয়মিত শিক্ষার্থীদেরকে** নির্ধারিত ফরমে আগামী **১৪/০৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে** আবেদন করতে হবে। পূরণকৃত আবেদন ফরম এই কলেজের হিসাব শাখায় জমা দিতে হবে।

উপবৃত্তি প্রাপ্তির আবেদন ফরম ও নিয়মাবলী কলেজের ওয়েব সাইট (www.ccr.gov.bd)- এ পাওয়া যাবে। আবেদন ফরমের সাথে (১). সর্বশেষ পরীক্ষায় পাসের নম্বরপত্রের ফটোকপি এবং (২) পরিচয়পত্র/ভর্তি রশিদের ফটোকপি জমা দিতে হবে।

অধ্যক্ষ
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর
(প্রফেসর ড. শেখ আনোয়ার হোসেন-৯০২)
অধ্যক্ষ
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

PMEAT: DF-1

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
উপবৃত্তি শাখা
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং ১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmedutrust.gov.bd, Fax: 02-8191019

১ কপি পাসপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা রঙিন ছবি আঠা দিয়ে লাগাতে হবে

স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রাপ্তির আবেদন ফরম-২০১৯

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৫-১৬ (৩য় বর্ষ)	২০১৬-১৭ (২য় বর্ষ)	২০১৭-১৮ (১ম বর্ষ)	নির্ধারিত শিক্ষাবর্ষে টিক (✓) দিন

[প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য [কলেজ/মাদ্রাসা (প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণীয়)]

প্রতিষ্ঠানের উপবৃত্তি সংক্রান্ত কোড নং:----------প্রতিষ্ঠানের নাম:----------

ডাকঘর:---------- উপজেলা:---------- জেলা:----------

ফোন: (অফিস): ---------- মোবাইল নম্বর: ----------

[শিক্ষার্থীর তথ্য: স্নাতক (পাস) ও সমমান শ্রেণির (শিক্ষার্থী কর্তৃক পূরণীয়)]

নাম: ---------- বৈবাহিক অবস্থা: বিবাহিত/অবিবাহিত

পিতার নাম : ----------মাতার নাম : ----------

জন্ম তারিখ : ---------- শ্রেণি: ----------রোল নং : ----------শাখা ----------

ভর্তির সন : ----------শিক্ষাবর্ষ : ----------ঠিকানা/গ্রাম :----------

----------ডাকঘর :----------উপজেলা:----------

জেলা: ---------- পোস্ট কোড :---------- মোবাইল নম্বর (আবশ্যকীয়) :----------

(শিক্ষার্থীর এইচ.এস. সি/আলিম/সমমান পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম :----------(যে প্রতিষ্ঠান থেকে এইচ.এস.সি/আলিম/সমমান পাশ করেছে)

পাশের বছর :---------- রোল নং :---------- গ্রুপ :---------- বোর্ড :----------

রেজিস্ট্রেশন নম্বর :---------- শিক্ষাবর্ষ :----------জিপিএ (গ্রেড পয়েন্ট) :----------

[অভিভাবকের তথ্য (শিক্ষার্থী/অভিভাবক কর্তৃক পূরণীয়)]

অভিভাবকের নাম: ---------- পেশা :----------

ঠিকানা (অভিভাবক) গ্রাম : ---------- ডাকঘর :---------- উপজেলা :----------

জেলা : ---------- পোস্ট কোড :---------- মোবাইল নম্বর :----------

পরিবারের সদস্য সংখ্যা :----------জন; উপার্জনরত সদস্য সংখ্যা :----------জন; (ক) পরিবারের মোট ভূমির পরিমাণ :----------শতক;

কৃষি :----------শতক; অকৃষি :----------শতক (খ) বার্ষিক আয় : ----------টাকা; কথায়: ----------টাকা।

[অভিভাবকের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক √ চিহ্ন দিতে হবে)]

পিতা ☐ মাতা ☐ ভাই ☐ স্বামী ☐ স্ত্রী ☐ অন্যান্য ☐

কোন ক্যাটাগরিতে আবেদনকারী অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযুক্ত : (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক √ চিহ্ন দিতে হবে)]

অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ☐ প্রতিবন্ধী ☐ এতিম ☐ নদী ভাঙ্গন কবলিত পরিবারের সন্তান ☐ দুঃস্থ পরিবারের সন্তান ☐

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ

অভিভাবকের স্বাক্ষর ও তারিখ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর, নামসহ সিল ও মোবাইল নম্বর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
উপবৃত্তি শাখা
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmedutrust.gov.bd, Fax: 02-8191019

স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তাবলি

(আবেদনকারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণ করতে হবে)

উপবৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্য:

১. ডিগ্রী পর্যায়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি;
২. ছোট পরিবার গঠনে উৎসাহ প্রদান এবং প্রজনন হার নিয়ন্ত্রণ;
৩. চাকুরির সুযোগ এবং উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি;
৪. দারিদ্র্য বিমোচন এবং জেন্ডার সমতা অর্জন; এবং
৫. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।

১. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, এতিম, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান, নদীভাঙ্গন কবলিত পরিবারের সন্তান এবং দুস্থ পরিবারের সন্তানগণ উপবৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

২. উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বার্ষিক আয় মোট ১,০০০০০/- (এক লক্ষ) টাকার কম হতে হবে। অভিভাবক/পিতামাতার মোট জমির পরিমাণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসকারী ০.০৫ শতাংশ, পৌরসভা এলাকায় ০.২০ শতাংশ এবং অন্যান্য এলাকায় ০.৭৫ শতাংশের কম জমি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা/সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রদত্ত আয় ও জমির পরিমাণ সম্পর্কিত সনদপত্র যুক্ত করতে হবে।

৩. উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে স্নাতক (পাস)/সমমান (ফাজিল) পর্যায়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী হতে হবে। ২য় বর্ষ এবং ৩য় বর্ষের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে স্নাতক (পাস)/সমমান (ফাজিল) পর্যায়ের অভ্যন্তরীণ বা নির্বাচনী পরীক্ষায় নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসাবে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪. স্নাতক (পাস)/সমমান (ফাজিল) পর্যায়ের প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার পর বিরতিহীনভাবে ২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষে অধ্যয়ন করতে হবে এবং স্নাতক (পাস)/সমমান পর্যায়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ১ম, ২য়, ৩য় বর্ষের যেকোন বর্ষে পুনঃভর্তি হলে উক্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী অনিয়মিত হিসাবে বিবেচিত হবে এবং উপবৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে না।

৫. নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে শ্রেণিকক্ষে (ক্লাস) কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিতি থাকতে হবে। এক্ষেত্রে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে (বাংলা/ইংরেজি) কাউন্ট করা যেতে পারে।

৬. ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি এবং পাঠদানের অনুমতি থাকতে হবে।

৭. প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর আওতায় উপবৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী এর এইচ.এস.সি/সমমান পরীক্ষার মূল মার্কশিট স্নাতক (পাস)/সমমান পর্যায়ের চূড়ান্ত পরীক্ষার সমাপ্তি পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফিসে জমা রাখতে হবে।

৮. সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভর্তি রেজিস্ট্রার, টটলিষ্ট, শ্রেণি হাজিরা খাতা, বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষার খাতা এবং ফলাফল বিবরণী/রেজিস্ট্রার ভর্তি ও পরীক্ষার তারিখ থেকে ন্যূনতম ২ (দুই) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

৯. উপবৃত্তিপ্রাপ্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কোনরূপ টিউশন ফি গ্রহণ করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর টিউশন ফি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হবে।

১০. প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর নির্দেশনা অনুযায়ী উপবৃত্তির জন্য "শিক্ষার্থী নির্বাচনী কমিটি" গঠন করতে হবে। উক্ত শিক্ষার্থী নির্বাচনী কমিটি ট্রাস্ট এর নির্ধারিত শর্ত মোতাবেক শিক্ষার্থী নির্বাচন করে নির্বাচিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের নাম/শ্রেণি রোল নম্বর উল্লেখপূর্বক একটি রেজুলেশন প্রস্তুত করবেন এবং তা সংরক্ষণ করবেন (শিক্ষার্থী নির্বাচনী কমিটির রেজুলেশন ব্যতিরেকে শিক্ষার্থী নির্বাচন অবৈধ বলে বিবেচিত হবে)।

১১. প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর আওতাভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে পরিদর্শন কর্মকর্তাকে ০৭ ও ০৮ নং ক্রমিকে বর্ণিত আনুষঙ্গিক কাগজ পত্র পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই কাজে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করতে হবে।

১২. উপবৃত্তিপ্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।

১৩. তৃতীয় লিঙ্গধারী সকল শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্য হবে এবং এদের তালিকা পৃথক ভাবে প্রেরণ করতে হবে।

১৪. নির্বাচিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি ও অন্যান্য ভাতার হার:

শ্রেণি (স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়)	উপবৃত্তির হার (মাসিক) টাকা	টিউশন ফি (মাসিক) টাকা	বই ক্রয় (বাৎসরিক) টাকা	পরীক্ষার ফিস (বাৎসরিক) টাকা	মন্তব্য
১ম বর্ষ	২০০/-	৬০/-	১৫০০/-	১০০০/-	
২য় বর্ষ	২০০/-	৬০/-	১৫০০/-	১০০০/-	
৩য় বর্ষ	২০০/-	৬০/-	১৫০০/-	১০০০/-	

১৫. শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দু'টি কমিটি থাকবে, যথা:

(ক) সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী নির্বাচন কমিটি:

ক্রমিক নং	পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১.	অধ্যক্ষ, সংশ্লিষ্ট কলেজ	সভাপতি
২.	একজন শিক্ষক প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	একজন অভিভাবক প্রতিনিধি (অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫.	শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক	সদস্য সচিব

(খ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী নির্বাচন কমিটি:

ক্রমিক নং	পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১.	গভর্নিং বডি/ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সভাপতি	সভাপতি
২.	শিক্ষকদের মধ্য হতে নির্বাচিত গভর্নিং বডির একজন শিক্ষক প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	গভর্নিং বডির একজন অভিভাবক প্রতিনিধি (অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ	সদস্য সচিব

১৬. দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী নির্বাচনের নিয়মাবলী:

(ক) প্রাথমিক নির্বাচন:

(১) প্রথমত, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে হতে উপরোক্ত শর্তাবলির আলোকে শিক্ষার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মোট আবেদিত ছাত্র এবং ছাত্রীর পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

(২) প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ছাত্রী তালিকাকে ১০০% ধরে তার মধ্যে হতে **৭৫%** ছাত্রীকে উপবৃত্তির জন্য নির্বাচন করতে হবে।

(৩) প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ছাত্র তালিকাকে ১০০% ধরে তার মধ্যে হতে **২৫%** ছাত্রকে উপবৃত্তির জন্য নির্বাচন করতে হবে।
(উদাহরণ: ধরা যাক, উপবৃত্তির জন্য আবেদিত ছাত্রীর সংখ্যা ৪০ জন এবং ছাত্রের সংখ্যা ৫০ জন। শর্তাবলির আলোকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ছাত্রীসংখ্যা ৩৫ জন এবং ছাত্রসংখ্যা ৪০ জন। নির্বাচিত ছাত্রীর ৭৫% অর্থাৎ ৩৫×৭৫/১০০=২৬ জন এবং নির্বাচিত ছাত্রের ২৫% অর্থাৎ ৪০×২৫/১০০=১০ জন। মোট উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী হবে ২৬+১০=৩৬ জন)।

(খ) চূড়ান্ত নির্বাচন:

(১) দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী নির্বাচন কমিটি উপবৃত্তির জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী নির্বাচন চূড়ান্ত করবেন এবং নির্বাচিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের নাম ও শ্রেণি রোল নম্বর, কলেজের নাম চূড়ান্ত করবেন। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী নির্বাচন কমিটি উপবৃত্তিপ্রাপ্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর তালিকা চূড়ান্তভাবে প্রস্তুতকালে একটি রেজুলেশন করবেন। উক্ত রেজুলেশন এর একটি কপিসহ উপবৃত্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অফিসে প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য যে, রেজুলেশন এর কপি ব্যতিত নির্বাচিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের তালিকা গ্রহণযোগ্য হবে না।

এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরে উদ্ধৃত ট্রাস্ট এর শর্তসমূহ মেনে চলতে বাধ্য থাকব। বর্ণিত তথ্যসমূহ সত্য। প্রদত্ত তথ্যে কোন প্রকার মিথ্যা অথবা ভুল প্রমাণিত হলে কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যেকোনো শাস্তি মেনে নিতে বাধ্য থাকব।

অভিভাবকের স্বাক্ষর	দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর (উপবৃত্তি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রে একই স্বাক্ষর ব্যবহার করতে হবে)	প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল

আবেদনপত্রটি সঠিক বলে বিবেচিত হলো এবং উল্লিখিত শর্তাবলি অনুসরণ করে উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা/মেট্রো লিঁয়াজো অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল